রুখে দাঁড়িয়েছেন কৃষক ঘুরে দাঁড়াচ্ছে বাংলাদেশ

বদরুল আলম নাবিল

রৌদ্রে পুড়ে, বৃষ্টিতে সে
ভিজে দিবা-রাত্রি
মোদের ক্ষুধার অন্ন যোগায়
চায় না সে খ্যাতি।.....
কাজী নজরুল ইসলাম

বাংলাদেশের কৃষক ধনে দরিদ্র, কিন্তু মনে নয়। বিরূপ প্রকৃতিকে জয় করার মানসিক শক্তি তাদের মাঝে কত প্রবল তার প্রমাণ আবারও রেখেছে আমাদের কৃষককুল। বন্যার প্রচন্ড পানির চাপে যমুনার বাঁধ ভেঙে তলিয়ে যাওয়া বগুড়া, সিরাজগঞ্জ এবং জামালপুর জেলার নিঃস্ব কৃষকদের সময় মতো জমিতে ধানের চারা রোপণের জন্য যে নিরন্তর প্রচেষ্টা তা দেখে অভিভূত না হয়ে পারা যায় না। বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত অশিক্ষিত/স্বল্প শিক্ষিত পা ফাটা কৃষকদের অমানুষিক পরিশ্রম দেখে যেমন বুক ব্যথায় ভারী হয়ে যায়, তেমনি এদের প্রকৃতির প্রচন্ড রুদ্ররোশক জয় করার অদম্য মনোবল দেখে গর্বে বুক ভরে ওঠে।

ঘটনা-১

শরতের দুপুর, মাথায় ওপরে তপ্ত রোদ। আমরা বগুড়া শহরের দিকে এগুচ্ছিলাম। নন্দীগ্রামের কাছে আমাদের চোখ আটকে গেল। ৬ জন মধ্যবয়সী নারী ধানের চারা লাগাচ্ছেন। শরীর থেকে ঘাম ঝরছে, রোদে পুড়ে কালো শরীর আরো কালো হয়ে গেছে। গাড়ি রেখে এগিয়ে গিয়ে সাফিয়াদের সঙ্গে কথা বলে জানলাম, সাম্প্রতিক বন্যায় এদের বাড়িঘর ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। দীর্ঘদিন জমি বন্যার পানিতে ডুবে ছিল, তাই চাষ করা যায়নি। এখন আমন ধান রোপণের সময় প্রায় শেষ। তাই সময় থাকতে দ্রুত জমি চাষ করে চারা রোপণ নিশ্চিত করার জন্য পুরুষ চাষীদের পাশাপাশি এরাও মাঠে নেমে পড়েছেন। শুধু বগুড়ার নন্দীগ্রাম নয়, সিরাজগঞ্জ, জামালপুরের বিভিন্ন গ্রামেও আমরা দেখেছি নারীরা জমিতে কাজ করছেন।

টাঙ্গাইলের মধুপুরের একটি গ্রামে কয়েকজন মহিলাকে আমরা দেখেছি কোদাল দিয়ে মাটি কেটে জমির আইল ঠিক করছেন। যাতে ধানের চারা রোপণের পর প্রয়োজনীয়

পানি জমিতে ধরে রাখা যায়। বন্যায় যমুনার বাঁধ ভেঙে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া সিরাজগঞ্জের শুভগাছায় দেখেছি বন্যার পানির সঙ্গে আসা বালিতে কয়েক ফুট উঁচু হয়ে ঢেকে গেছে চাষের জমি, বালি সরিয়ে জমি চাষ উপযোগী করার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করে যাচ্ছে কৃষকদের পাশাপাশি কৃষাণীরাও। এসব নারীদের বেশির ভাগই যমুনার ভাঙনে ভূমিহীন হয়ে উদ্বাস্তু হয়েছেন, বেঁচে থাকার জন্যই পরের জমিতে দিনমজুরি খাটছেন। তবে এমন কিছু নারীকেও আমরা ক্ষেতে কাজ করতে দেখেছি, যাদের সাজানো সংসার বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে নিঃস্ব করে দিয়ে গেছে। এখন বেঁচে থাকার জন্য জমি চাষ করতে হবে। কিন্তু দিনমজুর রেখে কাজ করানোর সামর্থ্য স্বামীর নেই। তাই স্বামী এবং ছেলের সঙ্গে নিজেও মাঠে নেমে পড়েছেন।

ঘটনা-২

সিরাজগঞ্জে আমরা দেখেছি কলার ভেলায় ভাসমান বীজতলা। যমুনার বাঁধ ভেঙে তলিয়ে গিয়েছিল প্রায় পুরো সিরাজগঞ্জ জেলা। তবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ সদর এবং শাহজাদপুর উপজেলা। ঘরবাড়ি ছেড়ে প্রায় ৬৭ হাজার লোক আশ্রয় নিয়েছে বিভিন্ন বেড়িবাঁধ, সিএমভির উঁচু রাস্তা অথবা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। বসতবাড়ি হারা, খেয়ে না খেয়ে বেঁচে থাকা এই কৃষকরা ভুলে যায়নি বন্যার পানি নেমে গেলে তার জমি চাষ করতে হবে, না হয় আগামী এক বছর নিদারুণ কষ্ট হবে বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে। বন্যার পানি নেমে গেলে তারপর ধানের চারা করে তা রোপণের সময় থাকবে না। তাই কলার ভেলা বানিয়ে তার ওপর মাটির আস্তরণ দিয়ে বীজতলা বানিয়ে বীজ তৈরি করেছে। এ কাজে কৃষকদের সহায়তা করেছে স্থানীয় কৃষি অফিস।

আসলে দুর্বৃত্তরূপী যমুনার প্রলয়ে প্রতিবছরই এ অঞ্চলে বন্যা হয়। তাই এখানকার কৃষকরা বন্যার সঙ্গে বেঁচে থাকার সব চেষ্টাই করে যায়।

ঘটনা-৩

সিরাজগঞ্জের রতনকান্দির হাটের অদূরে কৃষক আব্দুস সাত্তারকে আমরা দেখেছি ছেলে এবং স্ত্রীকে নিয়ে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে জমি চাষ উপযোগী করার চেষ্টা করেছেন। জিজ্ঞেস করে জানলাম বন্যায় তার হালের গরু ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, বন্যা তাকে নিঃস্ব করে দিয়েছে, গরু কেনার টাকা তার নেই। 'কিন্তু জমি চাষ না করলে খাবো কী?'

বাংলাদেশের অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে কৃষি। আরো স্পষ্ট করে বলতে হয় আমাদের কৃষকরা। বরাবরের মতো এবারের

নন্দীগ্রামের কাছে আমাদের চোখ আটকে গেল। ৬ জন মধ্যবয়সী নারী ধানের চারা লাগাচ্ছেন। শরীর থেকে ঘাম ঝরছে, রোদে পুড়ে কালো শরীর আরো কালো হয়ে গেছে। গাড়ি রেখে এগিয়ে গিয়ে সাফিয়াদের সঙ্গে কথা বলে জানলাম, সাম্প্রতিক বন্যায় এদের বাড়িঘর ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। সময় থাকতে দ্রুত জমি চাষ করে চারা রোপণ নিশ্চিত করার জন্য পুরুষ চাষীদের পাশাপাশি এরাও মাঠে নেমে পড়েছেন

বন্যায়ও সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে এই সোনার ফসল ফলিয়েদের। সরকারি হিসাব মতে, দেশের ৪৩টি জেলায় ২৭৬টি উপজেলায় প্রায় ৭ লাখ ৯ হাজার হেক্টর জমির আউশ ধান, রোপা ও বোনা আমন চারা, আমনের বীজতলা এবং পাট ও সবজির ক্ষতি হয়েছে। টাকার অঙ্কে এই ক্ষতি প্রায় ১ হাজার ৭০০ কোটি টাকা। চাষ করা জমির এক তৃতীয়াংশ আউশ ফসল ও অর্ধেকের বেশি জমির বোনা আমনের ক্ষতি হয়েছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হিসাব মতে, দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতেই বন্যা ও অবিরাম বর্ষণে ১ লাখ ১২ হাজার হেক্টর বীজতলার ৯৫ ভাগই নষ্ট হয়ে গেছে।

বন্যার পানি নেমে গেছে। বন্যার ধ্বংস চিহ্ন পানির নিচ থেকে বের হয়ে এসেছে। দুর্বল-অসহায় কৃষক ভেবে পায় না কিভাবে বন্যার প্রকান্ড ক্ষত সারিয়ে তুলবে? পরিবার পরিজন নিয়ে বেঁচে থাকবে কিভাবে? বাড়িঘর নেই, হাতে টাকা নেই, ঘরে চাল নেই, উপোস করতে করতে শরীরের শক্তি কমে এসেছে। তারপরেও বসে নেই কৃষককুল। অথৈ পাথারে আশায় বুক বেঁধে আবার নেমে পড়েছে মাঠে। এখন বীজ রোপণ করতে পারলে ৪/৫ মাস পরে বেঁচে থাকার অবলম্বন ধান আসবে ঘরে এই আশায়। কিন্তু সমস্যা অনেক, তবে এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা রোপা আমনের বীজের অভাব। সরকার চাষীদের বীজ সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারলে তারা আবার বাম্পার ফলন ফলিয়ে বন্যার ক্ষতি পুষিয়ে উঠতে পারবে। দেশের অর্থনৈতিকে আবার চাঙা করে তুলতে পারবে। ১৯৯৮ সালে শতাব্দীর দীর্ঘতম বন্যার পরেও কয়েক বছর বাম্পার ফলন ফলিয়ে এই কৃষকরা বন্যার ক্ষতি পুষিয়ে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলেছিল। দেশের জিডিপি উন্নয়ন করেছিল।

সে সময়ে তৎকালীন কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরীর নেতৃত্বে সরকার কৃষির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো কৃষকদের জন্য সার- কীটনাশকের সরবরাহ নিশ্চিত করতে পেরেছিল। এবারেও যদি সরকার কাজে লাগিয়ে কৃষকদের বীজ, ঋণ এবং সার-কীটনাশকের সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারে তবে ভয়ের কিছু নেই। এ বছর যেমনই হোক আর বন্যা না হলে আগামী বছর থেকে এই কৃষকরা আবার বাম্পার ফসল ফলাবে। কারণ বন্যা ঘরবাড়ি, রাস্তা-ঘাট, ফসলের ক্ষেত যেমন লন্ডভন্ড করেছে, তেমনি বন্যা বিপুল পরিমাণ পলিমাটি বহন করে নিয়ে এসেছিল জমিতে। ফলে জমিতে পড়েছে উর্বর পলি মাটির আস্তরণ।

ছবি : **আনোয়ার মজুমদার**